সন্দেশখালি কাণ্ডের নেপথ্যে শাসকদলের মদত

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই রাজ্যের সকল মানুষের উপর এসবের মিলিত প্রভাব পড়েছে। এতে সাধারণ শান্তিপ্রিয় ভারতীয় নাগরিক, তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

সন্দেশখালির সন্ত্রাসী শেখ শাজাহান এবং তার দলবলের কীর্তিকলাপ নিয়ে আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা দেশ উত্তাল। এ বিষয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে। এই তথ্য দেওয়ার জন্য নয়, সন্দেশখালি কাণ্ডের পেছনের ঘটনা এবং তার আসল নায়কদের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য এই প্রতিবেদন।

কলকাতার এসপ্ল্যানেড থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষের সহাবস্থান বসিরহাট জেলার অন্তর্গত এই সন্দেশখালিতে। এখানে গত ২০ বছরে হিন্দু প্রধান অঞ্চলে ক্রমশ মুসলমানদের বসতি, জমিজমা ও সম্পত্তি বেড়েছে। সিপিএমের তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান নিরাপদ সর্দার বাংলাদেশের এক কলেজ ইউনিয়নের বিএনপির এক ছাত্রনেতা শেখ শাজাহানকে বাংলাদেশ থেকে অসৎ উদ্দেশ্যে সন্দেশখালিতে তার মাসলম্যান হিসেবে নিয়ে এসে এদেশের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড করিয়ে তাকে পুরোদস্তুর ভারতীয় বানিয়ে দেয়। তখন শেখ শাজাহানের কাজ ছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলবল নিয়ে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে সিপিএম বিরোধী দলগুলিকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে বাধা দেওয়া, ভোটের সময় অল্প যে কটি বুথে নির্বাচন হতো, সেখানে ছাপ্পাভোট দেওয়া, ভোটারদের ভয় দেখানো ইত্যাদি। বিনিময়ে শেখ শাজাহান আর তার দলবলের ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দুদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা এবং ভেড়ির মাছ, জমির ধান তুলে নেওয়া— এসবের অলিখিত লাইসেন্স দেওয়া হলো!

তারপর ২০১১-তে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ২০১২ থেকে সিপিএমের এই অন্ধকার জগতের মেশিনারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৃণমূল নিজেদের দলে শামিল করে নেয়। সিপিএমের সময় যারা তাদের রিগিং মেশিনারির সম্পদ ছিল, তৃণমূল তাদের দলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করল! এমনকী শেখ শাজাহান, জাহাঙ্গির শেখ, ভাঙড়ের আরাবুল ইসলাম, বীরভূমের কাজল শেখদের দলের নেতৃত্বে বসাল। রাজ্যের পুলিশ দলদাস হিসেবে সরকারি কাজে বেতন নিয়ে এই নেতাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত হলো। এদের নির্দিষ্ট এলাকায় এরা মুঘল আমলের জায়গিরদার, মনসবদারের মতো তাদের এলাকা শাসন করতে শুরু করল। এভাবে একদিন সন্দেশখালিতে আইনের শাসনের জায়গায় শাজাহানের শাসন কায়েম হলো। এই মনসবদারদের এলাকায় তৃণমূলের বিরোধী কোনো দলের অস্তিত্ব না থাকায় এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের 'উন্নয়ন' দাঁড়িয়ে থেকে শাজাহান কোম্পানিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করে। লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনে এলাকার ভোটের পরিসংখ্যান বলে, তৃণমূল এখানে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ ভোট পায়!

ধৃত উত্তম সর্দার, তৃণমূলের সন্দেশখালি অঞ্চল সভাপতি

ধৃত শিবু হাজরা, তৃণমূলের সন্দেশখালি-২ ব্লক সভাপতি

পলাতক শেখ শাজাহান
উঃ ২৪ পঃ জেলা পরিষদের নেতা

এভাবে তৃণমূলের ছত্রছায়ায় শেখ শাহজাহান সন্দেশখালিতে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সেই বাংলাদেশের বিএনপি ছাত্রনেতার যে জেহাদি স্বপ্ন, যা এতদিন মনের কোণে সযত্নে লালিত ছিল, সুসময় আসতে সেই স্বপ্নকে সাকার করতে সে মন দিল। মুঘল বাদশাহের বিভিন্ন জায়গিরদার, সুবাদারদের দরবারে যে নিয়ম চালু ছিল— হিন্দু ঘরের কোনো রমণীর বিবাহ হলে প্রথমে তার উপর স্বামীর নয়, বাদশাহের অধিকার থাকে! বাদশাহের মনোরঞ্জনের পর তার স্বামীর সঙ্গে সহবাসের অধিকার মেলে। এভাবে হিন্দু রমণীরা তাদের কাছে 'মালাউন' ও 'গনিমতের মাল' হিসেবে অবশ্য ভোগের সামগ্রী ছিল! শেখ শাজাহান তার দরবারে, পার্টি অফিসে রাত্রে এই প্রথাটাই চালু করেছে! হতভাগী প্রতিবাদীরা পুলিশে অভিযোগ করতে গেলে স্থানীয় থানায় বলা হতো, শেখ শাজাহানের থেকে তাদের বক্তব্য যেন অনুমোদন করিয়ে আনা হয়।

শাজাহানের বিরুদ্ধে সন্দেশখালিতে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। অদ্ভুত হচ্ছে, উচ্চ-আদালতে ১৪৪ ধারা বাতিলের পর রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক সন্তু পান সন্দেশখালিতে যখন গ্রাউন্ড জিরোতে সংবাদ পরিবেশন করছিলেন, তখন দলদাস রাজ্য পুলিশ তাকে বিনা প্ররোচনায় শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশন বন্ধ করার জন্য টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করে সন্দেশখালি থানায় নিয়ে যায়। অথচ, উচ্চ-আদালতের নির্দেশের পরেও ৫০ দিন পেরিয়ে গেলেও শেখ শাজাহানকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। এর থেকে পরিষ্কার, তৃণমূল সরকারের উচ্চস্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে প্রশাসনের মদতে শাজাহানের দলবল তাদের অত্যাচার-অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পারস্পরিক কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা পরিষ্কার হবে।

শাজাহান সাম্রাজ্যের লালনপালনের সুবিধার্থে ২০১৬ ব্যাচের আইপিএস হোসেইন মেহেদি রহমানকে বসিরহাটের এসপি করে আনা হয়। তারপর সম্প্রতি দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় যখন প্রতিবাদী মহিলারা সংবাদমাধ্যমের কাছে তাদের ওপর শাজাহান ও তার দলবলের অত্যাচারের করুণ কাহিনি বর্ণনা করলেন, মমতা ব্যানার্জী পুরো ব্যাপার অস্বীকার করে গণ্ডগোল পাকানোর দায় বিজেপির উপর চাপালেন। সেইসঙ্গে ওই রহমানকে দিয়ে সন্দেশখালির অনেক আগে থেকে রাস্তা সিল করে পুরো এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করলেন। উদ্দেশ্য, ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় এবং প্রতিবাদীদের শায়েস্তা করা যায়। যখন উচ্চ-আদালতের রায়ে প্রথমবার ১৪৪ ধারা বাতিল হলো, তারপর ১৯টি এলাকায় আবার ১৪৪ ধারা জারি করলেন। শুধু সন্দেশখালিকে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করার উদ্দেশ্যই নয়, এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলি, যারা নিজেদের তৃণমূলেরই সমর্থক বলেছে, চিরতরে বন্ধ করার আয়োজন করা হলো। এ কাজের জন্য আরেকজন আইপিএস পাপিয়া সুলতানকে ওই মহিলাদের নজরে রাখার জন্য পাঠানো হলো।

তারপর রাজ্যের বশংবদ মহিলা কমিশন এবং পরামর্শদাতারা যখন কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের চাপে সন্দেশখালিতে যেতে বাধ্য হলো, তাদের কাছে যে প্রতিবাদী মহিলা মুখ খুললেন, তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করা হলো। প্রতিবাদী মহিলাদের পুলিশের উপস্থিতিতেই অনবরত ভীতিপ্রদর্শন করা হলো। শেষে যখন পুলিশ শেখ শাজাহানের ঘনিষ্ঠ শাগরেদ উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তার করল, তখন সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে পুলিশ তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গণধর্ষণের অভিযোগ না এনে জামিন যোগ্য ধারা আনল। তখন উত্তম সর্দার সহজেই জামিন পেল এবং প্রতিবাদী মহিলাদের উপর আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ল। এই সময় অভিযোগ উঠল যে, শাজাহানের আরেক শাগরেদ শিবু হাজরার সম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে রাজ্য পুলিশ। প্রতিবাদী মহিলারা সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিলেন, 'আমরা সবাই তৃণমূল করি'। সেজন্য যখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ১০০০ টাকা হলো, তখন সেই অজুহাতে পার্টি অফিসে অধিক রাতে সুন্দরী মহিলাদের নিয়ে গিয়ে শেখ শাজাহান ও তার অনুচরদের মনোরঞ্জনে বাধ্য করা হতো। দেশের অন্য কোনো রাজ্য তো দূরের কথা, পৃথিবীতে এমন স্টেট স্পনসর্ড অত্যাচার এই একবিংশ শতাব্দীতে হয়েছে বলে জানা নেই।

শেখ শাজাহানের জেহাদি ছকের আরেকটি তথ্য হলো, উত্তম সর্দারের আসল নাম নূর আলম। এই তথ্য একজন প্রতিবাদী মহিলা প্রকাশ করলেও তার কোনো প্রতিবাদ হয়নি।

পরবর্তী সময়ে রহমানের উপরওয়ালা ডিআইজি সুমিত কুমার যখন শিবু হাজরা ও উত্তম সর্দার ওরফে নূর আলমকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গণধর্ষণের অভিযোগ আনার লিখিত আদেশ দিলেন (যা প্রতিবাদী মহিলাদের বক্তব্য জানার পর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে না করাটা দণ্ডনীয় অপরাধ), তখন রাজ্য প্রশাসন ও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রমাদ গুণলো। রাতারাতি সুমিত কুমারকে নতুন পোস্ট তৈরি করে ডিআইজি, সিকিউরিটি পদে বদলি করা হলো। তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হলো মালদা রেঞ্জের ডিআইজি ভাস্কর মুখার্জীকে। একে নবান্ন সূত্র 'রুটিন বদলি' বললেও তা সত্য নয়, কারণ, সময় অন্য কথা বলছে। ভাস্করবাবু কিছুদিন আগেও বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি ছিলেন। এই সুমিত কুমার মাত্র কয়েকদিন আগে বদলি হয়ে এখানে এসেছিলেন।

এসব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত শাজাহানের সন্দেশখালিকে জেহাদিস্থান বানানোর পরিকল্পনাকেই সমর্থন করেছে। নবান্নের হর্তাকর্তারা যেটা করছেন, তা আগুন নিয়ে খেলা। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে তারা দেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপকেই মদত দিচ্ছেন। উত্তম সর্দার না নূর আলম— কোন নামটা সঠিক? কাগজপত্র কী বলছে? শেখ শাজাহান কী করে, কবে, কীভাবে এবং কাদের অনুগ্রহে ভারতীয় নাগরিক হলো? যে দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি এই শেখ শাজাহান, সেই দলের ভূমিকা কী? রাজ্য সরকারি প্রশাসনের ভূমিকাই-বা কী? এসবের দ্রুত যথার্থ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করা উচিত।

শেষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাই। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের জল ও স্থল মিলিয়ে কম-বেশি ২৩৬০ কিলোমিটার সীমানা রয়েছে। এই সীমানার ভিতরে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গায় বিএসএফ এবং জলপুলিশের টহলদারি এলাকা হলেও এই অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা রাজ্য পুলিশের। এই নিয়মে বদল এনে কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ কিলোমিটার জায়গায় টহলদারি এলাকা বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করলেও দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নিয়মের চরম বিরোধিতায় শামিল হয়েছে।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই রাজ্যের সকল মানুষের উপর এসবের মিলিত প্রভাব পড়েছে। এতে সাধারণ শান্তিপ্রিয় ভারতীয় নাগরিক, তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হলেই জাতীয় ঐক্যের ভিত মজবুত হবে। ◻